সংবাদ

তারিখ ... 7 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অলিখিত উদ্ভট আইন

৪২ বছর ধরে তিনটি সরকারি স্কুলে সংখ্যালঘু ও মহিলা শিক্ষক পদায়ন হয়নি

রাকিব উদ্দিন

কোন বিধিবিধান নয়, সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির আদলে উদ্ভট আইনে চলছে তিনটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। স্কুল তিনটি হলো- রাজধানীর ধানমণ্ডি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল ও পুরান ঢাকার মুসলিম হাইস্কুল এবং চট্টগ্রামের গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুল। স্বাধীনতার পর থেকেই এই প্রতিষ্ঠানগুলো সাম্প্রদায়িক পদ্ধতিতে চলতে থাকলেও শিক্ষা প্রশাসন এগুলোকে অপসংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আনার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) জানায়, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কোন মহিলা শিক্ষক পদায়ন হয়নি রাজধানীর ধানমণ্ডি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে এবং কোন হিন্দু বা অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষক পদায়ন হয়নি পুরান ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ে। একইভাবে চট্টগ্রামের গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুলও চলছে কোন হিন্দু বা সংখ্যালঘু শিক্ষক ছাড়া। স্বাধীনতার আগে এসব স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ধানমণ্ডি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আবু সাঈদ ভূইয়া সংবাদকে বলেন, 'আমার স্কুলে শূন্যপদে কোন মহিলা শিক্ষক নেই। তবে কলেজ শাখায় এটাচমেন্ট (সংযুক্ত) হিসেবে কয়েকজন মহিলা শিক্ষক আছেন।' তিনি জানান, 'অলিখিত আইনের কারণেই এই স্কুলে মহিলা শিক্ষক পদায়ন হয় না।'

এ বিষয়ে মাউশি'র পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর সফল কান্তি মণ্ডল সংবাদকে বলেন, 'কোন স্কুলে সংখ্যালঘু ও মহিলা শিক্ষক পদায়ন করা যাবে না- এমন কোন বিধিবিধান নেই। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে একটি ট্রাডিশন (প্রথা) চলে আসায় তিনটি স্কুলে সংখ্যালঘু ও নারী শিক্ষক পদায়নের চেষ্টা করা হয় না। তবে শিক্ষামন্ত্রী ও সচিবের সঙ্গে আলাপ করে এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারী ও সংখ্যালঘু শিক্ষক পদায়নের ব্যবস্থা করা হবে বলেও তিনি জানান।

প্রসঙ্গত, দেশে মোট ৩১৬টি সরকারি হাইস্কুল ও একটি সমমানের সরকারি মাদ্রাসা আছে। ওই মাদ্রাসায়ও সংখ্যালঘু ও মহিলা শিক্ষক কর্মরত আছেন। তাছাড়া সরকারি হাইস্কুলে ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক থাকার বাধ্যবাধকতাও রয়েছে। খোদ রাজধানীর ২৪টি সরকারি

শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

শিক্ষক : পদায়ন

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

হাইস্কুলের ২২টিতেই প্রায় অর্ধেক মহিলা শিক্ষক কর্মরত আছেন।

জানা যায়, সম্প্রতি গোপালগঞ্জের একটি স্কুল থেকে একজন সংখ্যালঘু শিক্ষককে ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাই স্কুলে বদলি করা হয়। কিন্তু বিএনপি-জামায়াতপন্থি কয়েকজন শিক্ষকের প্রতিবাদের মুখে ওই শিক্ষিকা মুসলিম হাই স্কুলে যোগদান করতে পারেননি। পরবর্তীতে বিতর্কিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে ওই শিক্ষিকার বদলির আদেশ স্থগিত করে মাউশি কর্তৃপক্ষ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা মুসলিম গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শফিকুর রহমান সংবাদকে বলেন, 'আমি এই স্কুলে চার বছর ধরে দায়িত্ব পালন করছি। এই সময়ে কোন সংখ্যালঘু শিক্ষক এখানে পদায়ন হয়নি। শুনেছি এর আগেও এই স্কুলে কোন সংখ্যালঘু শিক্ষক ছিল না।' তবে সম্প্রতি একজন সংখ্যালঘু শিক্ষককে যোগদান না করতে দেয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কোন মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

মাউশি'র কর্মকর্তারা জানান, 'তিনটি হাই স্কুলে বিভিন্ন সময়ে মহিলা ও সংখ্যালঘু শিক্ষক পদায়নের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এক শ্রেণীর নীতিভ্রষ্ট ও ধর্মান্ধ শিক্ষকের প্রতিরোধের মুখে তারা সেখানে যোগদান করতে পারেননি। ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুলের অধিকাংশ শিক্ষকই বিএনপি-জামায়াতের সমর্থক। তাদের বেশিরভাগই বিগত চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে পদায়ন পান। কিন্তু তারা সঙ্ঘবদ্ধ থাকায় এই সিন্ডিকেট ভাঙতে পারছে না মাউশি কর্তৃপক্ষ। মাঝেমধ্যে কোন সংখ্যালঘু ও মহিলা শিক্ষককে ওই প্রতিষ্ঠানে বদলির আদেশ জারি করা হলে ওই স্কুলের শিক্ষকরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে স্থানীয় অভিভাবকদের নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এতে শিক্ষা প্রশাসন পিছু হটতে বাধ্য হয়।